JUN. 03 2002

গ্রেডিং পদ্ধতি কি ত্রুটিপূর্ণই থেকে যাবে

২০০১ সালের এসএসসি পরীক্ষায় সরকার হঠাৎ করেই গ্রেডিং সিস্টেম চালু করে। ফলে এই পদ্ধতিটিতে ব্যাপক ত্রুটি ও অসামঞ্জস্য রয়ে গেছে– যা সম্পর্কে পত্রপত্রিকায় বিস্তর লেখালেখিও হয়েছে। কিন্তু তখন, সরকার তাতে গুরুত্ব না দিয়ে যুক্তি দেখিয়েছে যে পরে এই পদ্ধতির পরিমার্জন ও সংশোধন করা হবে। এক গ্রেড থেকে অপর গ্রেডের পার্থক্য ২০ নম্বরের অসামঞ্জস্যের বিষয়টি কারও বুঝতে অসুবিধা হবে না। কিন্তু বোর্ড তথা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কেন বিষয়টি অনুধাবন করতে ব্যর্থ হচ্ছেন তা বোধগম্য নয়। ৬০০ নম্বর প্রাপ্ত একজন শিক্ষার্থী আর ৭৯০ নম্বর প্রাপ্ত একজন শিক্ষার্থী মেধার দিক দিয়ে যে সমান যোগ্য হতে পারে না তা না বুঝতে পারার মতো প্রতিবন্ধী নিশ্চয়ই কর্তৃপক্ষ নন।

গতবার খোঁজ নিয়ে দেখা গেছে এসএসসির ফল প্রকাশের পর ছাত্র-অভিভাবক তো দূরের কথা, অনেক স্কুলের শিক্ষকও বুঝতে ও বলতে পারেননি যে, রেজাল্টটা আসলে কোন ধরনের। তারপর দীর্ঘ ১ বছরেও কোন পদক্ষেপ নিতে দেখা যায়নি। এটা খুবই দুঃখজনক ও শিক্ষা ব্যবস্থার জন্য উদ্বেগজনক। ২০০২ সালের এসএসসির রেজাল্টও হয়তো কিছুদিনের মধ্যেই হবে। কিন্তু ত্রুটিপূর্ণ গ্রেডিং পদ্ধতির পরিমার্জন বা সংশোধন বা পরিবর্তনের কোন সিদ্ধান্ত আজও নেয়া হয়নি। এতে করে শিক্ষার্থী অভিভাবক সবাই হতাশ ও চিন্তিত। তাছাড়া ওই পদ্ধতি সম্পর্কে কোন সচেতনতাও সৃষ্টি করা হয়নি। এমতাবস্থায় কর্তৃপক্ষের কাছে প্রশ্ন চাপিয়ে দেয়া এই ত্রুটিপূর্ণ নিয়ম কি এভাবেই বহাল থাকবে?

এম হান্নান
৪১৫, কবি জসীমউদদীন হল
ঢাকা, বিশ্ববিদ্যালয়